ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১২১৮
আগরতলা, ১৯ আগস্ট, ২০১৯

রাজ্য সরকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের আধুনিক ত্রিপুরা গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের প্রসিদ্ধ চা বাংলাদেশে রপ্তানী করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও হয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ট্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থা। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। তিনি তার স্বল্পকালীন শাসন কালের মধ্যেই ত্রিপুরার প্রথম বিমানবন্দর, ব্যাংক, শিল্প এবং স্কুল কলেজ স্থাপন করেছিলেন। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকে তাহলে সে যেকোন কাজ সফলভাবে করতে পারে। এর প্রকৃত উদাহরণ হল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার রাজা মহারাজারা প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের উন্নয়নেই তারা কাজ করে গেছেন। বিগত সরকার যদি ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের আদর্শকে অনুসরণ করে রাজ্যকে পরিচালনা করতেন তাহলে ত্রিপুরা অনেক আগেই মডেল রাজ্যে পরিণত হতে পারত। বর্তমান সরকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের আধুনিক ত্রিপুরার গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়ণ করার লক্ষ্যেই কাজ করছে। তিনি বলেন, কোনো রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ, যা বিগত সরকারের আমলে ছিল মাত্র ৯.৮ শতাংশ। রাজ্যের বেকারদের স্বরোজগারী হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক থেকেও অধিক পরিমাণে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে রাজ্যের সি ডি রেশিও ৪৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬ শতাংশে পৌছেছে। স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। পাশাপাশি স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারী চাকুরী প্রদান প্রক্রিয়াও চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ ও ‘সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস’ এই দুটি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে অটল জলধারা মিশন নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যে দর্শনীয় স্থান নীরমহল, ছবিমুড়া, ঊনকোটি, মাতাবাড়ি, পিলাক প্রভৃতি উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। রাজ্যের মহিলাদের সশক্তিকরণেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের সহযোগিতায় ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধা দেন। এতে রাজ পরিবারের রাষ্ট্রপ্রেমও পরিলক্ষিত হয়। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আদর্শকে কর্মপাথেয় করেই বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

*****২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল দেওধর বলেন, যে কোনো ব্যক্তি তার কর্মের মাধ্যমেই মহান হয়। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য তাঁর স্বল্পায়ুর মধ্যেই গরীবদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীও গরীবদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, বিগত সরকার ত্রিপুরার রাজ পরিবারকে সব সময় উপেক্ষা করে গেছেন। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ত্রিপুরার জনজাতিদের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। দেশের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীই প্রথম উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে গোপীনাথ বরদলুইকে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব মানিক লাল দে বলেন, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে গত বছর থেকেই সরকারীভাবে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকী পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য মহারাজার রাজ্যের উন্নয়নে যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ সভাপতি সুভাষ দেব এবং ট্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থার সম্পাদক ড. এস দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, ত্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থার সভাপতি সৌভিক দেববর্মা, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ত্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী উস্তাদ রশিদ খান ও তার দলকে সংবর্ধণা প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মঞ্চে কখক নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য এবং হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করেন রাজ্য ও বহির্রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ।

****